যীশুর পরীক্ষা

মার্ক ১:১২-১৩

৩টি সুসমাচার যীশুর বাপ্তিস্ম সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ করেছে (মথি ৪:১-১১; মার্ক ১:১২-১৩; লুক ৪:১-১৩)। বাপ্তিস্মে যীশুর উপর যে পবিত্র-আত্মা নেমে আসেন, তিনিই যীশুকে প্রান্তরে পরীক্ষার জন্য নিয়ে যান। অর্থাৎ, যীশুর পরীক্ষা ঈশ্বরের পরিকল্পনার বাইরে ছিল না। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, ঈশ্বরই তাঁকে প্রলোভিত করেছিলেন। কারণ, ঈশ্বর কাউকে প্রলোভিত করেন না (যাকোব ১:১৩)। তবুও, মন্দ-ব্যক্তি, এমন কি শয়তানের কাজকেও ঈশ্বর নিজের উদ্দেশ্য সফল করতে ব্যবহার করতে পারেন (উদাহরণ ইয়োব)।

ক। যীশুর পরীক্ষার মধ্যে ঈশ্বরের কোন্ কোন্ উদ্দেশ্য সফল হয়েছে?

(১) মার্ক ৩:২৬, ২৭ পদ অনুসারে, শয়তানের অধিকার থেকে আমাদের মুক্ত করতে, যীশু এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাই, প্রথমে সেই বলবান ব্যক্তিকে বাঁধার প্রয়োজন ছিল। যীশুর পরীক্ষায় শয়তান পরাস্ত হয় এবং কিছুকালের জন্য তাঁকে ছেড়ে চলে যায় (মথি ৪:১১)।

(২) প্রথম আদম যেখানে ব্যর্থ (প্রথম পাপ) হয়েছিল, শেষ আদম (যীশু, ১করি ১৫:৪৫) কি সেখানে বিজয়ী হতে পারবেন? কারণ, শয়তানের উপর তাঁর বিজয়ের দ্বারা তিনি আমাদের (যারা তাঁতে বিশ্বাস করি) শয়তানের কর্তৃত্ব থেকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন। ১যোহন ২:১৬ পদ, আদি. ৩ অধ্যায়, মথি ৪ অধ্যায়ের তুলনা। এদেন উদ্যানের সকল অনুকূল পরিস্থিতিতে (খাদ্যের প্রাচুর্য, ভরা পেট, সুখকর স্থান) যখন প্রথম আদম ব্যর্থ হয়, প্রান্তরের প্রতিকূলতায় (পাথর, ৪০ দিনের উপবাস, বন্য পশুদের উপস্থিতি) শেষ আদম বিজয়ী হন (রোমীয় ৫:১৯;ফিলি. ২:৮;ইব্রীয় ৫:৮)।

(৩) জগতের পাপভার বহনের জন্য ঈশ্বরের মেষশাবককে (যোহন ১:২৯) নিষ্পাপ-নিষ্কলঙ্ক হবার প্রয়োজন ছিল। তাঁর পার্থিব পরিচর্যার শুরুতেই তিনি তার প্রমাণ রাখেন (ইব্রীয় ৪: ১৫) যে, তিনি পাপ করতে পারেন না (১পিতর ২:২২; ১যোহন ৩:৫; যিশা ৫৩:৯; যোহন ৮:৪৬; ২করি. ৫:২১)।

(৪) আমাদের পরিবর্তে, ঈশ্বরের আজ্ঞার প্রতি পূর্ণ বাধ্যতা প্রদর্শনের জন্য যোগ্য হতে পরীক্ষার মাধ্যমে প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল। যীশু তাতে বিজয়ী হন। একথা কেবল যীশুর প্রতি নয়, কিন্তু আদম, অব্রাহাম, যোষেফ, মোশি, ইস্রায়েল, দাউদ, পিতর, পৌল, প্রত্যেকের প্রতিই ঘটেছে।

আমাদের জীবনেও তাই পরীক্ষা আশা করা বাঞ্ছনীয়। ঈশ্বর যখন বিশ্বাসীর জীবনে বিভিন্ন পরীক্ষাকে অনুমতি দেন, তা তিনি তাদের কষ্ট দেবার জন্য বা আঘাত করার জন্য নয়, কিন্তু আশীর্বাদ করার জন্য করেন, যেন আমরা আরও বেশি খ্রীস্টের ন্যায় হই।

খ। কারণ, পরীক্ষার দ্বারা আমরা বিভিন্ন উপকার লাভ করি—

(১) পরীক্ষার দ্বারা আমরা উপলব্ধি করি যে আমরা কেমন? (১করি ৩:১৩; ১পিতর ১:৭; গীত ২৬:২)। তাই, একদিকে যখন আমরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আরও বেশি খ্রীস্টের ন্যায় হই; অন্যদিকে, পরীক্ষায় পতনের দ্বারাও আমরা, আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে প্রকৃত উপলব্ধির দ্বারা আমাদের জীবনে, ঈশ্বর নির্ভরতার মূল্য অনুভব করি, তাঁর কাছে ফিরে আসি।

(২) পরীক্ষা বিশ্বাসীর জীবনে ফল বা বৃদ্ধি নিয়ে আসে। পরীক্ষা আমাদের বিশ্বাস ও ফল উৎপাদন ক্ষমতাকে বৃদ্ধি দান করে (যাকোব১:২-৩, ১২; ২থিষ. ১:৩-৫)। যীশু নিজে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার উপায় সম্বন্ধে, আমাদের কাছে আদর্শ রেখে গেছেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার দ্বারা আমরা বলবান হই, আমাদের বিশ্বাস বাড়ে, ঈশ্বরের ক্ষমতার প্রতি আমাদের নির্ভরতা বাড়ে, আমাদের ধৈর্য বাড়ে, ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার প্রতি আমাদের নিশ্চয়তা বাড়ে, যা আমাদের

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

তাঁর কাজ করতে প্রস্তুত করে এবং উপযুক্ত করে।

গ। আমরা কীভাবে বিভিন্ন পরীক্ষার মোকাবিলা করব, সে বিষয়ে যীশু আমাদের আদর্শ দেখিয়ে গেছেন।

ঈশ্বরের বাক্যে আস্থা রেখে। মথি ও লুকের বর্ণনা আমাদের দেখায় যে, শয়তানের প্রতিটি পরীক্ষাই ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা যীশু প্রতিহত করেছিলেন। শয়তানকে প্রতিহত করতে যীশু তাঁর ঈশ্বর-প্রকৃতিকে (অলৌকিক শক্তি) ব্যবহার করেননি, কিন্তু তিনি ব্যবহার করেছেন ঈশ্বরের বাক্য, যা আমরাও ব্যবহার করতে পারি। শয়তানকে আক্রমণ করার অস্ত্র হল, আত্মার খড়্গ, অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য (ইফি. ৬:১৭)। বাইবেল আমাদের পড়তে হবে, ধ্যান করতে হবে, শিখতে হবে, মুখস্থ করতে হবে এবং পালন করতে হবে।

বিশ্বাসী আমরা খ্রীস্টের পূর্ণতার আকারের পরিমাণ পর্যন্ত (ইফি. ৪:১৩) পরিপক্কতা লাভে আকাঙ্ক্ষী হব। তাই, আমাদের প্রত্যেকেরই বৃদ্ধি পাবার প্রয়োজন। এই কারণেই আমাদের জীবনে ঈশ্বরের পরিকল্পনানুসারে যখন বিভিন্ন পরীক্ষা আসে, সোনাকে যেমন বারংবার গলিয়ে খাঁটি করা হয়, আমরাও যেন বিশুদ্ধতার প্রতি এগিয়ে চলি। আমাদের শক্তি বা বুদ্ধি দিয়ে নয়, কিন্তু তাঁর নির্দেশিত পথে (১করি ১০:১৩), তাঁর বাক্যের দ্বারা জয়লাভ করি। আপনি কি পরীক্ষার মধ্যে আছেন? তাঁর বাক্য কি আপনার কাছে আছে?

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)